কালের কণ্ঠ

৭৮০ টাকা দরে বিক্রি হলো অর্থডক্স চা

শিমুল নজরুল, চট্টগ্রাম ২৮ আগস্ট, ২০১৬

দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চা পাতার দাম কমেছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চায়ের বাজার ঊর্ধ্বমুখী ছিল। সম্প্রতি পাস হওয়া বাজেটে ট্যারিফ কমানোর ফলে চা পাতার দাম কমতে শুরু করেছে। গত মঙ্গলবারের নিলামে কেজিপ্রতি চা পাতার দাম কমেছে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টাকা।

এদিকে বাংলাদেশ চা বোর্ড নতুন জাতের চা নিলামে তুলেছে। 'অর্থডক্স' নামের এই চা নিলামে বিক্রি হয়েছে ৭৮০ টাকা কেজি দরে। বাজার নিম্নমুখী হওয়ায় এই নতুন চা পাতার দাম বেশি ওঠেনি বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ চা বোর্ডের সচিব মো. নুরুল্লাহ নুরি কালের কণ্ঠকে বলেন, চা বোর্ডের মালিকানাধীন মৌলভীবাজারের নিউ সুমনবাগ চা বাগানে উত্পাদন করা হয়েছে এই বিশেষ চা। চা বোর্ড এখন ভ্যালু অ্যাডেড বিশেষায়িত চা উত্পাদনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। ইতিমধ্যে সিলেটে 'সাতকরা চা' উত্পাদন করা হয়েছে। সম্প্রতি অর্থডক্স চা নিলামের মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হয়েছে। এই চায়ের প্রতি ক্রেতার আগ্রহ কেমন তা যাচাইয়ের জন্য কম পরিসরে বাজারজাত করা হয়েছে। নুরুল্লাহ নুরি আরো বলেন, অর্থডক্স চায়ের প্রতি ক্রেতাদের সাড়া পেলে বড় পরিসরে চা বোর্ড এই বিশেষায়িত চা উত্পাদন করবে।

চায়ের নিলাম নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা জানান, গত ২ জুন ঘোষিত বাজেটে চায়ের ট্যারিফ দুই ডলার উল্লেখ করার পর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চা পাতার দাম বাড়তে শুরু

করে। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ৭, ৮, ৯ এবং ১০ নং নিলামে গড়ে চা পাতা বিক্রি হয়েছে ২৪০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি দরে। পরবর্তী সময়ে পাস হওয়া বাজেটে চায়ের ট্যারিফ এক দশমিক ছয় ডলার নির্ধারণ করায় দাম পড়তে শুরু করে। গত ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত ১১ নম্বর নিলামে দাম নিম্নমুখী হয়। গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ১৩ নম্বর নিলামে গড়ে চা পাতা বিক্রি হয়েছে ২১০ টাকা কেজি দরে।

চা নিলাম ডাককারী সংস্থা ন্যাশনাল ব্রোকার্স হাউসের কর্মকর্তারা জানান, মঙ্গলবারের (১৩ নম্বর সেলে) নিলামে চা উঠেছিল প্রায় ২৩ লাখ ১২ হাজার ১৫৬ কেজি।

চা ব্যবসায়ীরা জানায়, ২০১৫ সালে দেশে চা উত্পাদন হয়েছে ৬৭ দশমিক ৩৮ মিলিয়ন কেজি। কিন্তু বিদেশে রপ্তানি হয়েছে মাত্র দশমিক ৫ মিলিয়ন (পাঁচ লাখ) কেজি। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে উল্টো আরো ১০ দশমিক ৭ মিলিয়ন কেজি চা বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি হয়েছে।

অর্থডক্স চা : নতুন উদ্ভাবিত অর্থডক্স চা দেখতে সাধারণ চা পাতার চেয়ে ভিন্ন। দানাগুলো লম্বাটে। রং ও স্বাদ ভিন্ন। রং চা হিসেবে পান করলে এর প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করা যাবে বলে জানান চা বোর্ডের বাগান ব্যবস্থাপনা কোষের মহাব্যবস্থাপক মো. শাহজাহান। তিনি বলেন, ‘নরম পাতা থেকে এই চা উত্পাদন করা হয়। এই চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হওয়ায় স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমাদের দেশে এটাই প্রথম। বিশ্বের চা উত্পাদনকারী বিভিন্ন দেশ ভ্যালু অ্যাডেড চা উত্পাদন করছে। আমরাও এ ধরনের চা উত্পাদনে মনোযোগী হয়েছি।’

কালের কণ্ঠ

বিশ্বে চায়ের বাজার হবে ৪৭ বিলিয়ন ডলারের

বাণিজ্য ডেস্ক ২৮ আগস্ট, ২০১৬

স্বাস্থ্য সচেতনতা ও অর্থনৈতিক কারণে বিশ্বব্যাপী বাড়ছে চায়ের আবাদ ও চাহিদা। এর ফলে কম্পানিগুলোও চায়ের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় চা কম্পানি ম্যাকলিওড রুসেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এমআরআইএল) এক জরিপে বলা হয়, বিশ্বে প্রতিবছর চায়ের চাহিদা বাড়ছে ২ থেকে ৩ শতাংশ হারে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, কেনিয়া ও ভারতের ফসল নষ্ট হওয়ায় এ বছর বিশ্বে কালো চা উত্পাদন কমেছে। তবে ভারতের বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের দাম স্থিতিশীল থাকবে। ২০১৫ সালে বিশ্বে কালো চা উত্পাদন হয় দুই হাজার ৯০০ মিলিয়ন কেজি।

সম্প্রতি চায়ের বাজার নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি মার্কেট রিসার্চের এক গবেষণায় বলা হয়, ২০১৪ সালে বিশ্বে চায়ের বাজার ছিল ৪০.০৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২০ সাল নাগাদ এ বাজার হবে ৪৭.২০ বিলিয়ন ডলার। এ বাজারে এ সময়ে প্রবৃদ্ধি আসবে ২.৮ শতাংশ করে। বর্তমানে সাধারণত কয়েক অংশে বিভক্ত হয়ে চায়ের বাজার বড় হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কালো চা, পাতা চা, সবুজ চা, ওলোংগ চা, সিটিসি চা ইত্যাদি।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, চা পানে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমার পাশাপাশি ক্যান্সারের আশঙ্কাও কমে। এ ছাড়া আরো নানা রোগের ওষুধ এ চা। সম্প্রতি ভোক্তাদের পাশাপাশি কসমেটিকস কম্পানিগুলোর কাছেও সবুজ চায়ের চাহিদা বাড়ছে সৌন্দর্য ও স্কিন কেয়ার পণ্য হিসেবে। অনেক প্রসাধন কম্পানিই এখন তাদের পণ্যের ফর্মুলায় সবুজ চা ব্যবহার করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে।

অন্যদিকে চা আবাদের ফলে সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব অর্জনের পাশাপাশি এ খাতে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান হচ্ছে। এর মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে চায়ের চাহিদা। বিশেষ করে শীর্ষ বাজার ভারত ও চীনের চাহিদার কারণে। চায়ের বড় বাজারগুলোর মধ্যে ভারত, চীন, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলে আগামী বছরগুলোতে চাহিদা বাড়বে। ফলে এ বাজার ধরার প্রতিযোগিতাও চলছে কম্পানিগুলোর মধ্যে। বিশেষ করে চা কম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে টুইনিং অব লন্ডন, ইউনিলিভার, উইসকি টি, আকবর ব্রাদার্স লিমিটেড এবং টাটা গ্লোবাল বেভারেজ। বিশ্বে চা উত্পাদনে শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে চীন, ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, ইরান ও আর্জেন্টিনা। চা রপ্তানিতে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, চীন, কেনিয়া, ভারত, জার্মানি, পোল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও ইন্দোনেশিয়া। মার্কেটিং উইক, ডিজিটাল জার্নাল, বিজনেস ওয়্যার।

কালের কণ্ঠ

বিশ্ব জয় করছে ‘তেঁতুলিয়া’ অর্গানিক চা

সবুজ ব্যবসায় মুনাফা কম হলেও প্রাপ্তি অনেক: আসমা-উল-রোকসানা

মাসুদ রুমী ২৮ আগস্ট, ২০১৬

চায়ের বাজারে একটি দেশি ব্র্যান্ড কিভাবে আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি এনে দেয় তার প্রমাণ দিয়েছে কাজি অ্যান্ড কাজি চা। এই কম্পানির ‘তেঁতুলিয়া’ চা এখন বিশ্বের স্বীকৃত প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড। বিশ্বের শীর্ষ মানসনদ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মূল্যায়নে শতভাগ এই অর্গানিক চায়ের বাজার বাড়ছে ক্রমাগত। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া জনপদের

মানুষের দারিদ্র্য জয় করতে সহায়ক এই উদ্যোগ আজ বিশ্বের সেরা ২৫টি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বলে জানালেন কাজি অ্যান্ড কাজি টি প্যাকেজিং ইউনিটের হেড অব অপারেশনস আসমা-উল-রোকসানা। যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্বস ম্যাগাজিন ও সার্কেল আপের করা ২০১৫ সালের বিশ্বের সেরা ২৫টি চায়ের ব্র্যান্ডের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া অর্গানিক চা। আসমা-উল-রোকসানার বলেন, এ ধরনের সবুজ ব্যবসায় মুনাফা কম হলেও সমাজ ও পরিবেশের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি। এ কারণে এই উদ্যোগ থেকে প্রাপ্তির পরিমাণও বেশি। সম্প্রতি কালের কণ্ঠকে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে তিনি বিশ্ব স্বীকৃত এই ব্র্যান্ডের পেছনের কাহিনীর কথা জানান।

'এ কাপ অব হ্যাপিনেস' স্লোগানে ২০০৭ সাল থেকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার নামানুসারে বিশ্ববাজারে 'তেঁতুলিয়া' ব্র্যান্ডের চা রপ্তানি শুরু করে কাজি অ্যান্ড কাজি টি এস্টেট কম্পানি। প্রথমে এই চা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে রপ্তানি শুরু হয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এটিকে অর্গানিক চা হিসেবে স্বাকৃতি দেয়। তেঁতুলিয়া হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম চা, যা যুক্তরাজ্যের হ্যারডস সুপারমার্কেটে বিক্রি হয়। যেখানে রানি শপিং করেন বলে কথিত রয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রেও উন্নতমানের এই চায়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, যা বিশ্বের খ্যাত অঞ্চলগুলো থেকে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বাজারে এসব চা ১৬টি ব্যাগের একটি ইকো-ক্যানিস্টার সাত-আট ডলারে বিক্রি হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের বাজারেও নামিদামী চেইন সুপারশপে তেঁতুলিয়া পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে সফলতার পর তেঁতুলিয়া চা এখন জাপান, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, কুয়েতসহ আরো কয়েকটি দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে। মান ও দামের দিক থেকে তেঁতুলিয়াকে বিশ্বখ্যাত প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলোর সমপর্যা য়ের বলে জানালেন আসমা-উল-রোকসানা। তিনি বলেন, 'আমাদের চা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মানসনদপ্রাপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ম্যাগাজিন নিউজউইক আমাদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আগামীতে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার বাজারেও রপ্তানি হবে তেঁতুলিয়া চা।'

শতভাগ অর্গানিক চা উত্পাদনের পেছনের দর্শন তুলে ধরে কাজি অ্যান্ড কাজি টির এই কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের মূল দর্শন ছিল পরিবেশ সুরক্ষা এবং স্থানীয় মানুষের জীবন মান উন্নয়ন। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার মতো মঙ্গাপীড়িত শিল্প কারখানাবিহীন জনপদে আমাদের এই উদ্যোগে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ জন্য আমরা সমবায় পদ্ধতি বেছে নিই। সেখানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা কাজী শাহেদ আহমেদের নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। শতভাগ অর্গানিক চা উত্পাদনে কাজি অ্যান্ড কাজি কম্পানি ৩০০০ একর জমি কেনে, যেখানে কখনোই কোনো চাষাবাদ হয়নি। আমরা ফাউন্ডেশনের সদস্যদের কোনো নগদ অর্থ ছাড়াই গরু পালনে যুক্ত করি। সেই গরুর গোবর এবং দুধ আমরা কিনে নিই, যা দিয়ে পর্যায়ক্রমে গরুর দাম শোধ হয়ে যায়। আমাদের চা বাগানে আমরা কোনো রাসায়নিক সার কিংবা কোনো বালাইনাশক ব্যবহার করি

না, যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। এ জন্য আমরা আমাদের সাড়ে তিন হাজার সদস্যের কাছ থেকে ছয় হাজারের বেশি গরুর গোবর সংগ্রহ করে তা থেকে তৈরি করা জৈব সার চা বাগানে ব্যবহার করি। এ ছাড়া পোকামাকড় দমনের কাজে আমরা পুরো বাগানে চার লাখের বেশি নিম গাছ এবং প্রচুর বাসক গাছ লাগিয়েছি, যা পোকামাকড় দমনে সহায়ক। তার পরও পোকা লাগলে আমরা আমলকী, বহেরা, হরীতকী, নিম ইত্যাদির নির্যাস্নি পোকামাকড় দমনে ব্যবহার করে থাকি। এ ধরনের গ্রিন বিজনেস সফল করতে গিয়ে আমরা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। তবে এই ব্যবসায় মুনাফা কম হলেও তৃপ্তি অনেক বেশি। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা একটি অবহেলিত কমিউনিটির অসংখ্য নারীর মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি, এটাই বড় আনন্দের।'

কাজি অ্যান্ড কাজি চা কিভাবে শতভাগ অর্গানিকের নিশ্চয়তা দিচ্ছে জানতে চাইলে আসমা-উল-রোকসানা বলেন, 'আমরা বিশ্ববাজারে নিজেদের শতভাগ অর্গানিক প্রমাণ করতে আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান থেকে সার্টিফিকেশন বডিকে আমাদের মান পরীক্ষার আমন্ত্রণ জানাই। কাজি অ্যান্ড কাজিই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র চা, যাকে শতভাগ অর্গানিক হিসেবে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ), সুইস সোসাইটে জেনেরেল দে সারভিল্যান্স (এসজিএস) এবং জাপানিজ অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যান্ডার্ড (জেএএস)। এসব সংস্থার প্রতিনিধিরা আমাদের অজান্তে দীর্ঘ সময় আমাদের বাগানে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক বছরের জন্য আমাদের অর্গানিক সনদ দেয়। এক বছর পর আমরা আমাদের মান ঠিক রাখছি কি না তা যাচাইয়ের জন্য আবার তাদের কাছ থেকে সনদ নিতে হয়। এভাবে এখন পর্যন্ত আমরা তাদের শতভাগ অর্গানিক সনদের যাবতীয় শর্ত সফলভাবে পরিপালন করে আসছি।'

বহুজাতিক কম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের একটি স্থানীয় কম্পানির পক্ষে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ বলে জানালেন রোকসানা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের একমাত্র চা কম্পানি হিসেবে আমরাই নিজস্ব ব্র্যান্ডে বিশ্ববাজারে শতভাগ অর্গানিক চা রপ্তানি করি। পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে আমরা কাজি অ্যান্ড কাজি ব্র্যান্ডের প্রথম গ্রিন টি, ব্ল্যাক টি, তুলসি টি, জেসমিন গ্রিন টি, জিনজার টিসহ ব্যতিক্রমী ফ্লেভারের চা নিয়ে আসি। এসব চায়ের ফ্লেভার তৈরি করতে গিয়েও কোনো কৃত্রিম নির্যা্স ব্যবহার করিনি। এ ক্ষেত্রে বাগানের ভেতরেই অর্গানিক পদ্ধতিতে আদা, তুলসি, জেসমিন ফুল উত্পাদন করি।'

স্থানীয় বাজারের পরিধি বড় হওয়ার কারণে কাজি অ্যান্ড কাজি টি স্থানীয় বাজারেও মনোযোগী হচ্ছে বলে জানালেন আসমা-উল-রোকসানা। তিনি বলেন, 'স্থানীয় বাজারে ২০ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি হয়েছে কাজি অ্যান্ড কাজি টির। দেশজুড়ে সাত হাজার বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া যায় আমাদের চা। দেশে প্রিমিয়াম চায়ের বাজারে আমরা এখন প্রথম স্থানে আছি। যারা স্বাস্থ্যসচেতন তারা আমাদের গ্রিন টির নিয়মিত ভোক্তা।' চলতি বাজেটে চা আমদানি নিরুৎসাহিত করতে শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। এটি স্থানীয় চা কম্পানিগুলোর বাজার সম্প্রসারণে আরো সহায়ক হবে বলে মনে করেন রোকসানা। তিনি বলেন, 'আমরা রপ্তানি করব, স্থানীয় বাজারেও অবস্থান শক্ত করতে চাই। এ জন্য আমরা এখন জেলা পর্যা্য়েও পণ্য বাজারজাতকরণ বাড়াচ্ছি। এখন উত্পাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক বাড়াচ্ছি; প্যাকেজিং, ফ্লেভারে পরিবর্তন আনছি।

দেশে অর্গানিক পণ্যের মানসনদ প্রদানকারী কোনো সংস্থা না থাকায় অর্গানিক চা নিয়েও ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে কিছু অসাধু প্রতিষ্ঠান। অর্গানিক ব্যবসায় ভালো কম্পানিগুলো টিকিয়ে রাখতে সরকারকে দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
২৮ আগস্ট, ২০১৬

বাড়ছে চায়ের উৎপাদন

রাঙ্গুনিয়া উপজেলার কোদালা চা বাগান সবুজের সমারোহে ভরে গেছে। চলমান বর্ষা মৌসুমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে চা গাছে নতুন পাতা গজিয়ে উঠতে শুরু করায় চা বাগানে চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি চা পাতা সংগ্রহ করতে পারা যাবে বলে জানান চা বাগান কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে প্রায় ৬ শতাধিক কর্মচারী এ বাগানে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শীর্ষ স্থানীয় এনজিও ব্র্যাক চা বাগানটির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে সরকারি রাজস্ব খাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিগত মৌসুমে প্রায় ১ কোটি টাকার রাজস্ব প্রদান করে দেশের প্রথম এই বাণিজ্যিক চা বাগানটি। এছাড়াও কর্ণফুলীর বাঁকে সবুজ পাহাড়বেষ্টিত বাগানের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও বর্তমানে চা বাগানের কচিপাতাগুলো সবার দৃষ্টি কাড়ে। জানা যায়, ব্রিটিশরা কর্ণফুলী নদী দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় কোদালা চা বাগানের বিস্তীর্ণ জায়গা দেখে চা বাগান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮৯৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার ১৯৭৬ সালে ব্যক্তিমালিকানায় লিজ দিয়ে চা বাগানটি ছেড়ে দেন। এর মধ্যে প্লান্টার্স বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে কোদালা চা বাগান পরিচালনা করছিল। পরে লোকসানের মুখে ১৯৯৩ সালে প্লান্টার্স বাংলাদেশ থেকে আনোয়ারা গ্রুপ চা বাগানটি লিজ নেন।